দৈনিক ইত্তেফাক

JUN 19 2002

কোচিং সেন্টার থেকে সাবধান

প্রায় প্রতি বছরই এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই কোচিং সেন্টারগুলো যেন শিকার ধরার মহোৎসবে মেতে ওঠে। শুরু হয় মিথ্যাচার আর প্রতারণার হরেক রকম খেলা। মেডিকেল, বুয়েট এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষার রীতি সচরাচর এইচএসসি পরীক্ষার মতো নয়। তাই বিশেষ প্রস্তুতি প্রয়োজন। একথা সত্যি যে, মেধা নিজের এবং এর বলে নিজেকেই যোগ্য করে তুলতে হয়। তথাপি এর জন্য দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। বেশ কিছু কোচিং সেন্টার ভালোভাবেই এ দায়িত্ব পালন করছে। পাশাপাশি এই সুযোগে অনেক কোচিং সেন্টার বিশাল বিশাল ব্যানার আর মনোলোভা প্রসপেক্টাসে মিথ্যাচার করে শিক্ষার্থীদের ধোঁকা দিচ্ছে।

প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায় বুয়েট, মেডিকেল কিংবা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্ররা একই বিষয়ে ভর্তির জন্য একাধিক কোচিং সেন্টারে কোচিং করেছে। প্রায় সব কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসেই একই ছাত্রের ছবি দেখা যায়। তারা সবাই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের বলে দাবী করে থাকে, যা বাস্তবে অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ মিথ্যাচার।

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অনেক কোচিং সেন্টার মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত বিভিন্ন বোর্ডের ছাত্রদের সংবর্ধনার নাম করে ছবি ও বায়োডাটা সংগ্রহ করে। পরে তারা বিভিন্ন জায়গায় চান্স পেলে ছবি ছাপিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার।

আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, মেধাবী ছাত্ররা নিজেদের মেধাকে কোচিং সেন্টারগুলোর কাছে বিক্রি করে দেয়। সামান্য পুরস্কারের লোভে তারা সব কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসেই নিজেদের সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হয়। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে চান্স পাওয়া সেরা মেধাবীদের এ ধরনের আচরণ সত্যিই লজ্জাকর। এই মিথ্যাচারের অবসান হওয়া উচিত। সবাই যদি সচেতন হয়, তবে এ প্রতারণা থেকে সাধারণ ছাত্ররা রক্ষা পেতে পারে।

বরধরের মত প্রতারণার এই পর্ব এ বছর ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। অতএব সাবধান! কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার আগে অবশ্যই যাচাই করে দেখুন। আর মেধাবীদের প্রতি অনুরোধ, আপনাদের মেধাকে পুঁজি করে তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করে নিজেদের ছোট করবেন না।

মুঃ সাকিবুর রহমান নওরোজ,
ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা।